আমাদের সংস্কৃতির অসীম অহংকার
# একুশ
পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper From West Coast

## বাফলার এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং

গত ৯ মার্চ, ২০০৮ শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারের মিটিং রুমে বাফলার এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং-এ মেজর কুতুবী বক্তব্য রাখছেন। এই মিটিং-এ ইসি কমিটির মেম্বার ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে বাফলা কর্তৃপক্ষের সাথে খোলামেলা কথাবার্তা বলেন। বাংলাদেশ ডে প্যারেড ২০০৮ কেন বাফলার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা নিয়ে মেজর কুতুবী বাফলার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

## লস এঞ্জেলেসে অস্কার বিজয়ী নাফিজ বিন জাফরকে সংবর্ধনা প্রদান

▶পৃ..৬.

## ঝুমুর শিল্পীগোষ্ঠীর মাল্টি কালচারাল শো

## বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ভ্যালি, লস এঞ্জেলেস (বাভলা)-এর মহতী উদ্যোগ

## ‘‘দ্যা লাস্ট উইশ ফাউন্ডেশন’’

একুশ রিপোর্ট

ইহদাম ত্যাগ করে পরধামে সদ্য গমন করেছেন এমন সব প্রবাসী বাংলাদেশীদের শেষ ইচ্ছে পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ভ্যালি, লস এঞ্জেলেস (বাভলা) কর্তৃক সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হলো ‘দ্যা লাস্ট উইশ ফাউন্ডেশন’ বা ‘অন্তিম ইচ্ছা ফাউন্ডেশন’।

প্রতিটি মানুষের জন্ম-মৃত্যু অবধারিত এবং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত। নির্দিষ্ট আয়ু শেষে প্রতিটি মানুষ ইহকাল ছেড়ে পরকালে প্রবেশ করেন কি স্বদেশে কি প্রবাসে। বিশেষ করে যারা প্রবাসে ইহধাম ত্যাগ করেন তাদের প্রত্যেকেরই শেষ ইচ্ছে থাকে যাতে মৃত্যুর পর মৃতদেহ যেন স্বদেশে ফিরে যায়, নিকটাত্মীয় ও পারিবারিক সদস্যদের(মৃত) কবরের পাশেই যেন দাফন করা হয়। কিন্তু নানা প্রতিকূলতা যেমন- স্বজনের অভাব, অর্থের অভাব, যোগাযোগের সমস্যা ইত্যাদি কারণে অনেক প্রবাসীরই এই অন্তিম ইচ্ছে পূর্ণ হয় না। তাদের এই অন্তিম ইচ্ছে পূরণের মহা উদ্যোগ নিয়ে এবার এগিয়ে এলো বাভলা। সংগঠনটির উদ্যোগে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হলো ‘‘দ্যা লাস্ট উইশ ফাউন্ডেশন’’।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ভ্যালি লস এঞ্জেলেসের 501(c)(3)

▶পৃ..৮.

## বালা ভাবনা

একুশ রিপোর্ট:

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব লস এঞ্জেলেস (বালা)-এর কার্যক্রম পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গত ১৬ মার্চ, রবিবার চীফ কমিশনার বি. ডি. খান ও কমিশনারদের সভা করার কথা ছিল। আয়োজক সূত্রে জানা গেছে যে কোরাম না হওয়ায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়নি এবং তা পিছিয়ে গেছে।

বালা নিয়ে মিমাংসার এখনও কিছু হলো না। আগ্রহীরা চাতক পাখির মতো বসে আছে অথচ কোন অগ্রগতির খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কমিউনিটি এই বসে থাকা এবং অপেক্ষার ব্যাপারটি আর কতদিন চলবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে একটা ব্যাপার পরিস্কার যে বালা ইস্যুটি যেখানে থাকার কথা ছিল সেখানে পৌছায়নি। বালা তার কোমা থেকে জেগে উঠুক অবিলম্বে এটাই কমিউনিটির প্রত্যাশা। (ক্রমশ:)

National ombudsman hears business owners' concerns

## Federal official uses forum comments to grade government agencies

BY BEN TINSLEY

Think of Nicholas Owens as your national small-business troubleshooter. Your business representative in government. Your "Johnny-on-the-spot" to keep your company from being gobbled up by stern government regulations.

This is the message Owens and Zainul Abedin were there to share with a group of small-businesspeople and trade groups during a special Feb. 7 roundtable at the U.S. Small Business Administration offices, 400 S. Fourth St. There are as many as 20 of these roundtables annually,

*MIKE STOTTS | BUSINESS PRESS U.S. Small Business Administration regional chairman Zainul Abedin speaks Feb. 7 during the SBA Small Business Roundtable at the administration's offices at 400 S. Fourth St.*

and Owens, national ombudsman of the U.S. Small Business Administration, oversees them all. Abedin, a high-ranking official for the adminsitration's regulatory Enforcement Fairness Program, plays wingman.

## লস এঞ্জেলেসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

ভাষা দিবসের সপ্তাহান্তে বাংলাদেশ সেন্টারে আয়োজিত সম্মিলিত একুশের নামে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে গান গাইছে পূজা । ছবি-একুশ।

## ‘‘বাফলা’’

একুশের প্রতিবেদন

এই আলোচনা অনুষ্ঠানের মুখ্য বিষয়বস্তু নিয়ে টেলিফোন কনভারসেশন ঃ

**ডাঃ হাসেম।**

তিনি একজন সাংস্কৃতিকমনা ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উত্তরণ শিল্পগোষ্ঠীর পরিচালক এবং বাফলার অন্যতম বোর্ড মেম্বার। দন্ত চিকিৎসক।

একুশ ঃ ডাঃ হাসেম প্রথম প্রশ্ন, বাফলা শব্দের অর্থ কি ?

ডাঃ হা ঃ বাংলাদেশ ইউনাইটেড ফেডারেশন অব লস এঞ্জেলেস।

একুশ ঃ আপনাদের উদ্দেশ্য কি ?

ডাঃ হা ঃ এই প্রবাস জীবনে দেশের সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করা এবং তা সম্মিলিতভাবে, এককভাবে নয়।সমষ্টিগতভাবে।

একুশ ঃ কবে এই বাফলার জন্ম ?

ডাঃ হা ঃ জুন/ ২০০৬ ।

একুশ ঃ কত জন রয়েছেন এই সংগঠনে।

ডাঃ হা ঃ রেজিস্ট্রেশন করা মোটে ৪০ জন।

একুশ ঃ বাংলাদেশ প্যারেড করে লাভ কি ?

ডাঃ হা ঃ হোয়াই নট ? ঘুমিয়ে থেকেই বা লাভ কি ? আমরা যদি সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারি, তাহলে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে প্রশ্ন আসবে যে এরা কারা ? পরক্ষণেই তারা জানতে পারবে যে এরা বাংলাদেশী।

একুশ ঃ অনেকে বলে বাফলা মানে ঘাপলা। শুধু তাই নয়, হাতে ঝান্ডা নিয়ে লেফট-রাইট করার জন্যে নাম দিয়েছে আনসার বাহিনী। আপনার বক্তব্য কি ?

ডাঃ হা ঃ দেখুন কে কি বললো সেটা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমরা কি করছি, মূলত আমাদের উদ্দেশ্য কি, দেশ ও জাতির কল্যাণে কতটুকু এগুচ্ছি এটাই দেখার বিষয়। এক ধরণের মানুষ পৃথিবীর সব জায়গায় বাস করে, যা তারা শুধু সমালোচনা করে যায় কিন্তু কোন সমাধান দিতে পারে না।

একুশ ঃ ইন্টারনেটে দেখলাম, আপনাদের একটি আলোচনা সভার উদ্ভট পরিস্থিতি। সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

ডাঃ হা ঃ বাংলাদেশ প্যারেডের জন্যে আমাদের সবাইকে ডেকেছিলাম কিন্তু সেখানে কিছু অবাঞ্ছিতব্যক্তিরা প্রবেশ করে এই সুন্দর পরিবেশকে কলুষিত করেছে। আবার তৃতীয় ব্যক্তি তা প্রচার করে আমাদের সুন্দর ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে।

একুশ ঃ বাংলাদেশ প্যারেড কি শুধু লস এঞ্জেলেসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ?

ডাঃ হা ঃ জ্বি না, এটা এ বছর ব্যাপকভাবে সাড়া পাচ্ছি। নেভাডা, এরিজোনা, সানডিয়াগো, সানফ্রান্সিসকো থেকে তারা উপস্থিত হবেন বলে তারা এনডোর্স করেছেন। দু'দিন ব্যাপী আমাদের কর্মসূচী থাকবে।

একুশ ঃ একুশের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমাদের সব ধরণের সাহায্য এবং সহযোগিতার অঙ্গীকার রইলো।

ডাঃ হা ঃ ধন্যবাদ এবং একুশের মঙ্গল কামনায় রইলাম।

ফোন হ্যাং আপ করে ৫৬২ ৪৩৪ ৭২২০ তে রিং করলাম। অপর পাশ থেকে সালাম দিয়ে বললেন, জামি বলছি। কেমন আছেন ?

একুশ ঃ ভালো। জামি ভাই ছোট একটা প্রশ্ন করবো।

জামি ঃ বলুন, অসুবিধে নেই।

একুশ ঃ শুনলাম আপনারা মুক্তিযোদ্ধারা সমিতি করেছেন।

জামি ঃ জ্বি।

একুশ ঃ কি নামে সংগঠনটি ?

জামি ঃ বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাইটার অব লস এঞ্জেলেস।

একুশ ঃ বাফলা সম্পর্কে কিছু বলুন।

জামি ঃ বাফলা নিঃসন্দেহে ভালো কাজ করে যাচ্ছে। তাদের উদ্যোগকে আমার এবং আমাদের মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

একুশ ঃ সম্প্রতি একটি টিউব প্রোগ্রামের মাধ্যমে আলোচনার বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে, সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

জামি ঃ দেখুন আসলে ভালো কাজ করতে গেলেই তার মধ্যে বিরোধিতা বেড়ে যায়। আমি প্রবাসী সবাইকে বলবো, আসুন সবাই একসাথে কাঁধে হাত রেখে যুদ্ধের সৈনিকের মতো বুক উঁচু করেবলি ‘আমরা শান্তিপ্রিয় বাঙালি, বাফলার প্যারেড সার্থক হোক’।

একুশ ঃ একুশ পত্রিকা পড়েন।

জামি ঃ জ্বি, আমার প্রিয় বাংলা পত্রিকা। সুন্দর মানসম্পন্ন, রুচিশীল।

একুশ ঃ ধন্যবাদ।

হ্যাং আপ করে পুনরায় রিং ৯৪৯ ২৮০ ৭১৩৩ । বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা স্থানীয় বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাইটারের সদস্য জনাব রাজা। ..৭ পাতায়

## লস এঞ্জেলেস ম্যারাথন

**১০০,০০০ ডলার জয়ী হলেন রাশিয়ান মহিলা টাটিয়ানা আরেয়াসোভা।**

মার্চ ৩, ২০০৮ লস এঞ্জেলেসে ২৩তম ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৫,০০০ জনেরও বেশী অংশগ্রহণ করে ।

প্রথম রানার হিসাবে ১০০,০০০ ডলার জিতে নেন রাশিয়ান মহিলা টাটিয়ানা, তিনি ২ ঘন্টা ২৯ মিনিট ৯ সেকেন্ডে ম্যারাথন শেষ করেন। দৌড়বিদরা লস এঞ্জেলেসের ল্যান্ডমার্কস হয়ে হলিউড বোল, কলিসেয়াম ৬ষ্ঠ স্ট্রীট ব্রীজ হয়ে ইউএস ব্যাংক টাওয়ার পর্যন্ত যায়। ছবি-একুশ।

## আমেরিকায় অবৈধ অভিবাসীবিরোধী অভিযান, আতংকে বাংলাদেশীরা

ডেস্ক রিপোর্ট

দৈনিক ৬৫ হাজার অবৈধ ইমিগ্র্যান্টকে গ্রেফতার ও বহিস্কারের টার্গেট নিয়ে মাঠে নেমেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্ট বিভাগের বিশেষ শতাধিক টিম। এছাড়া প্রতি কর্মদিবসেই একাধিক ফ্লাইটে গ্রেফতারকৃত অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী লাখ লাখ শিশুকে রেখে মা-বাবাদেরও পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বাংলাদেশীকে একইভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। তাদের শিশু-সন্তানদের অমানবিক পরিস্থিতির কথা মূলধারার মিডিয়ায়ও প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকান শিশুদের এহেন অবর্ণনীয় অসহায় অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য কংগ্রেসে ১৬ ফেব্রুয়ারি ‘ইমিগ্র্যান্ট চাইল্ড প্রটেকশন অ্যাক্ট’ নামক (এইচআর ১১৭৬) একটি বিল উত্থাপিত হয়েছে। নিতান্তই মানবিক কারণে এ বিল পাসের আহ্বান জানিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস হয়েছে। কংগ্রেসের ওপর চাপপ্রয়োগের জন্য ইমিগ্র্যান্ট অধ্যুষিত প্রতিটি এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে লবিং করার আহ্বান জানানো হয়েছে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, শুধু অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট অভিভাবকরাই বহিস্কার হচ্ছেন না, একই সঙ্গে এমন ১৬ লাখ সিটিজেন শিশুর মা-বাবাকে বহিস্কার করা হয়েছে যারা গ্রিনকার্ডধারী ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের অপরাধে দণ্ডভোগের পর প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের আমলে পাস হওয়া আইনে এসব বৈধ ইমিগ্র্যান্টকেও বহিস্কারের প্রক্রিয়া চলছে জোরেশোরে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৫ লাখ ৯৫ হাজার অবৈধ ইমিগ্র্যান্টের বিরুদ্ধে ৫-৭ বছর আগে বহিস্কারের নির্দেশ জারি হয়েছে। এরা হচ্ছে প্রধান টার্গেট। এদের খুঁজতে গিয়ে ওই ঠিকানায় পাওয়া ইমিগ্র্যান্টদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। স্ট্যাটাসহীনদের পাওয়া মাত্র গ্রেফতার করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে সিটিজেন শিশুর মা-বাবাকেও রেহাই দেয়া হচ্ছে না। ব্রংকসের কংগ্রেসম্যান (ডেমোক্র্যাট) হোজে সিরেনো উত্থাপিত বিলের কো-স্পন্সর ছিলেন কুইন্সের কংগ্রেসম্যান গ্যারি একারম্যান, ব্রুকলিনের কংগ্রেসম্যান এডলফাস টাউন্স এবং ম্যানহাটান-ব্রুকলিন নিয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকার কংগ্রেসম্যান জেরাল্ড নেডলার। এ বিলে ইমিগ্রেশন জজকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে জন্মগতভাবে কোন আমেরিকান শিশুর মা-বাবাকে বহিস্কারের নির্দেশ প্রদান না করেন। এই বিলের পক্ষে লবিং চালানোর জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

## মুসলমানদের জন্য আমেরিকায় একটা বড় ব্যবসাক্ষেত্র হতে যাচ্ছে যার ক্রয় ক্ষমতা ১৭০ বিলিয়ন ডলারঃ

একুশ রিপোর্ট:

সম্প্রতি মুসলিম বিজ্ঞাপন সংস্থা তাদের জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেছে। এতে জানিয়েছে যে আমেরিকায় মুসলিমদের ব্যবসাক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। এটা ছিলো জরিপের প্রথম ফলাফল। এতদিন ধরে আমেরিকায় মুসলমানদের ব্যবসার ক্ষেত্রকে অবজ্ঞা করে সাইডলাইনে রাখা হয়েছিল, তাও জানালেন বিজ্ঞাপন সংস্থা।

৩৫০ জনের অধিক মুসলিমের উপর জরিপ করে তারা আরো অনেক তথ্য দিয়েছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্রেতার চাহিদা, ব্র্যান্ড (Brand), ক্রেতার অভ্যাস ইত্যাদি। আরেকটি বিষয় খুবই স্পষ্ট যে, আমেরিকাতে মুসলমানদের লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজি ইনভেস্ট করা যার ক্রয় ক্ষমতা ১৭০ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশী। যার তুলনা করা যায় হিসপানিক এবং আফ্রিকান-আমেরিকানদের গ্রুপদের সাথে।

অর্থনৈতিক বিক্রয়কেন্দ্র উন্নয়ন ২০০৬ এর জরিপ অনুসারে আফ্রিকান -আমেরিকান ও হিসপানিকদের প্রত্যেকে বর্তমান বাজারে ৮০০ বিলিয়ন ডলার পুঁজি খাটানোর ক্ষমতা রাখে। অন্যদিকে গ্রোসারীর ক্ষেত্রে চীন একচেটিয়া বাজার করে যাচ্ছে। এশিয়ান এবং মেক্সিকান এর দোকানগুলোতে হালার প্রোডাক্টের আয়োজনও রাখছে।

মুসলমান ব্যবসায়ীরা তাদের কাস্টমারকে ধরে রাখার গ্যারান্টিও পাচ্ছে না। কারণ বিগত সময়ে মুসলমানরা ‘‘হালাল’’ ফুড প্রডাক্ট নামে মনোপলি ব্যবসা করেছে। তাই তাদের কাস্টমার ধরে রাখা এবং মনোভাব পরিবর্তন করা সময়ের ব্যাপার হবে বলে মনে করেন জরিপবিদরা।

## ঢাকায় বেড়েছে টেলিফোনে চাদাবাজি

দেব দুলাল মিত্র

ঢাকায় টেলিফোনে চাদাবাজির ঘটনা আবার বেড়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে সন্ত্রাসী দলের সদস্যরা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের কাছে টেলিফোনে মোটা অঙ্কের চাদা দাবি করছে। না দিলে খুন করার হুমকিও দেয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসীদের নিয়মিত এসব হুমকি-ধমকিতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে কন্সট্রাকশন ফার্মের কর্মকর্তারা আছেন সন্ত্রাসীদের ‘গান পয়েন্টে’। বিষয়টি এমন পর্যায়ে গড়িয়েছে যে, এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। চাদাবাজদের চিহ্নিত ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে র‌্যাব ও পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের।

দেশে ইমার্জেন্সি (জরুরি অবস্থা) জারির পর শীর্ষ সন্ত্রাসী ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা গা-ঢাকা দেয়। অনেকে দেশ ছেড়েও পালায়। ফলে কমে চাদাবাজিসহ অন্যান্য অপরাধের ঘটনা। ব্যবসায়ীরা নিশ্চিন্তে চালিয়ে যান ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু ধীরে ধীরে পাল্টে যায় পরিস্থিতি। সন্ত্রাসীরা ফিরে আসে আগের চরিত্রে। আবার শুরু হয় চাদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা। এর মধ্যে গত কয়েক মাসে টেলিফোনে চাদাবাজির ঘটনা ব্যাপক বেড়েছে।

## ওয়েব জার্ণাল “ভাইব্রেন্ট বাংলাদেশ”

ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে প্রচারিত ও প্রকাশিত ওয়েব জার্নাল “ভাইব্রেন্ট বাংলাদেশ” এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই ওয়েব জর্নালটি http://www.bangladoot.org/VibrantBangladeshFeb08.pdf এই লিংকে ভিজিট করে দেখা যাবে। উলেখ্য, এই বছরের শুরুতে প্রবাসীদের সহিত যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ প্রবাসীরেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস তাদের নিজস্ব ওয়েব জার্নাল “ভাইব্রেন্ট বাংলাদেশ” এর প্রকাশনা শুরু করেছিল। দূতাবাসের বিভিন্ন কর্মকান্ডসহ দেশের এবং প্রবাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই জার্নালের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

## হলিউডে এন্টি-ওয়ার প্রটেষ্ট

**আমেরিকায় ইরাক যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ : আটক দুই শতাধিক**

**যুদ্ধ বিশ্বকে নিরাপদ করেছে : প্রেসিডেন্ট বুশ**

ইরাকে আমেরিকান আগ্রাসনের পাচ বছর পূর্তিতে বুধবার শিকাগোতে বিক্ষোভ মিছিল করে যুদ্ধ বিরোধীরা। এ দিন জাতীয় প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ হয়। আমেরিকান নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ইরাক অভিযানের পাচ বছর পূর্তিতে বুধবার গোটা আমেরিকায় এ যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়ে সরকারি কাজকর্মে বাধা দেয়ার চেষ্টা করায় পুলিশ দুই শতাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে। এদিকে ইরাক আগ্রাসনের পাচ বছর পূর্তিতে বুধবার পেন্টাগনে দেয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাবলিউ বুশ বলেছেন, এ যুদ্ধে আমেরিকা জয়ের পথেই রয়েছে। এ যুদ্ধ বিশ্বকে নিরাপদ স্থানে পরিণত করেছে।

ওয়াশিংটনে বিক্ষোভকারীরা রাজস্ব অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে ঢুকতে বাধা দিলে পুলিশ ৩৩ জনকে আটক করে। কংগ্রেস ভবনের বাইরে থেকে আরো ৩০ বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়। ইউনাইটেড ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিসের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর লেসলি কাগান বলেন, ইরাক যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত এবং তা এখনই।

NOW HIRING!!!

৭-১১এ ম্যানেজার এবং ক্যাশিয়ার পদে ফুল বেনেফিট সহ ফুল-টাইম চাকুরীর সুযোগ। ছোট পরিবারের জন্য এই মুভ ভালো হবে।

যোগাযোগ: মোঃ বাহার

734 422 0140 Store

248 890 1923-Cell

## ইসলাম ও শারিয়া

হাসান মাহমুদ

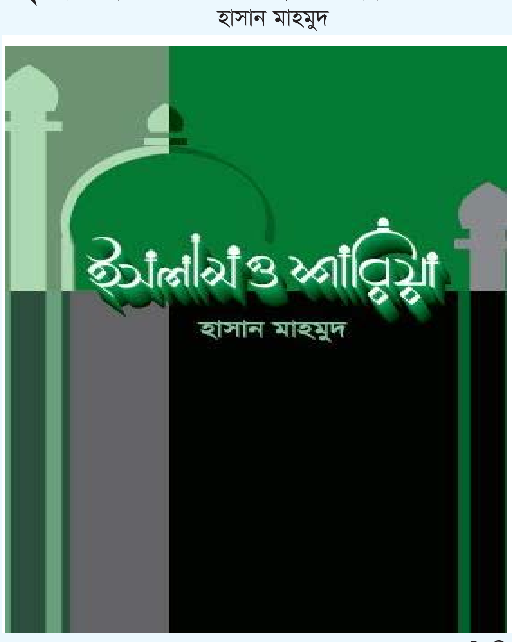



ঢাকার ‘‘কুরআন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও আলোচনা কেন্দ্র’’ ২০০৬ সালে এ বইয়ের অংশ বিশেষকে ‘‘শারিয়া কি, শারিয়া কেন’’ নামে প্রকাশ করেছিলেন সাপ্তাহিক বর্তমান সংলাপ-এর প্রকাশনায়। সেটাকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ ১০০টি বইয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিল সাপ্তাহিক ২০০০। এ বই, ‘‘ইসলাম ও শারিয়া’’ এ বছর ঢাকার একুশে বই মেলায় প্রকাশ হবার দেড় মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। গত ৩০ জুন এর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ বের হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৭, মূল্য ১২০ টাকা। ঢাকা নিউমার্কেটে আলী ব্রাদার্স ও ফেয়ার ডিল লাইব্রেরী ও শাহবাগে পাঠক সমাবেশ ও ঋতিক লাইব্রেরীতে এ বই পাওয়া যাবে। অনেক কম মূল্যে এটা পাওয়া যাবে এখানে - প্রকাশক শব্দশৈলী, ইফতেখার আমিন, ফোন - ০১৭১ ২২৫ ৪৯৯৭, ই-মেইল ঃ iftakharamin@yahoo.com

**এ বই সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মন্তব্য ঃ**

‘‘আল্লাহ’র কোরআণ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ কখনোই মানবতা বিরোধী বা মানব-ক্লেশের কারণ হতে পারে না। শারিয়া বা ইসলামি আইনের নামে মানবতা বিরোধী যেসব আইন কানুন ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে তা কখনোই কোরআণ-সুন্নাহ সম্মত নয়। সে কথাটাই লেখক অজস্র দলিলের ভিত্তিতে এই বইয়ে প্রমাণ করেছেন”।

-- আরিফুল হক - বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

‘‘এই বই ইসলামের প্রতি নিবেদিত, অথচ চিন্তাশীল একটি মনের প্রতিফলন, যাতে রয়েছে একদিকে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও মূল্যবোধ আর অন্যদিকে ইসলামের নামে নানা রকমের রীতি, প্রথা ও আইনের মধ্যে দুঃখজনক বাস্তবতার ব্যবধান তুলে ধরার আন্তরিক প্রয়াস’’।

-- ডঃ ওমর ফারুক, ইসলামি চিন্তাবিদ, আপার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকা।

‘‘ইসলামের নামে ইসলাম বিকৃতি ও মানুষের ওপরে অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই বই দলিলবদ্ধ ব্রহ্মাস্ত্র’’।

-- আবদুল গাফফার চৌধুরী, কলাম লেখক ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক।

‘‘একটি দীর্ঘ অনুপ্রাণিত বক্তৃতার মত অসাধারণ তেজস্বী ভঙ্গীতে লেখা এ বইটি ধার্মিক-অধার্মিক, মুসলমান-অমুসলমান, জামাতে ইসলামি, ছাত্রশিবির সহ সকল রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, স্কুল-কলেজ এমনকি মাদ্রাসার ছাত্র সহ লেখাপড়া জানা প্রত্যেক মানুষের পড়া উচিৎ’’।

-- বেলাল বেগ, টিভি প্রযোজক, কলাম লেখক ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক।

‘‘এ বইটিতে তিনি কাঠামো নয়, ইসলামের মূল বাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। শারিয়াকে বোঝার ক্ষেত্রে বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আমার বিশ্বাস বইটি আল্লাহ এবং ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে মূল্যবান সহায়ক ভূমিকা রাখবে’’।

-- রফিকুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বাপ্নিক ও রূপকার।

লেখকের সাধে যোগাযোগ:
হাসান মাহমুদ, টরেন্টো, কানাডা
ই-মেইল ঃ banglarislam@gmail.com

বইটি আন্তর্জাতিকভাবে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। অনলাইনে বইটি কেনার জন্যে যোগাযোগ:
Hasan Mahmud KNOW YOUR SHARIA - BANGLA BOOK:- http://www.banglaclick.com/islam-o-sharia-p55045.html
WEBSITE:- http://banglarislam.com/

A Mystical Journey Concert Tour

## ‘এ মিস্ট্রিক্যাল জার্নি’

নামে সুফী ও আধ্যাত্মিক কনসার্ট ট্যুরের অংশ হিসাবে গত ৮ মার্চ, ২০০৮ ইউসিএল-এর রয়েস হলে অনুষ্ঠিত হলো ইউএসএ ট্যুরের প্রথম শো। ছয়টি দেশ থেকে ৬০জন শিল্পী তাদের সঙ্গীত, নৃত্যের মাধ্যমে আত্মা, মন, শরীরের মাঝে ঐশ্বরিক আবেদন তোলার চেষ্টা করেন। কাওয়ালী, ইলাহিস, কালাম, আধুনিক উপাসনা সঙ্গীত, নৃত্যে দর্শকদের ৪ ঘন্টা বিমোহিত করে রাখেন। এই অপূর্ব আধ্যাত্মিক সঙ্গীত মূর্চ্ছনায় অংশ নেন পাকিস্তান থেকে সালমান আহমেদ, ▶পৃ..৭